Q. মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারন আলোচনা কর। (৫) SEM-IV (General)

⇒ মহাবিদ্রোহের পূর্বে কোম্পানীর বিরুদ্ধে ভারতে এত ব্যাপক বিদ্রোহ ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। মহাবিদ্রোহের পূর্বে যে-সব বিদ্রোহগুলি সংঘটিত হয়েছিল সেগুলিতে সিপাহী ও সাধারন মানুষ যৌথভাবে কখনও সংগ্রাম করে নি। সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল বিক্ষিপ্তভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে। বিদ্রোহের সূচনায় প্রায় দু'লক্ষ সিপাহী ছিল কোম্পানীর বাহিনীতে। ইংরেজ বাহিনী ছিল সংখ্যালঘু। দেশীয় বাহিনীতেও ভারতীয় সিপাহী যথেষ্ট সংখ্যক ছিল। সিপাহীরা ছিল বীরত্বে ও সামরিক কুশলতায় অতুলনীয়। সমস্ত অবস্থা সিপাহীদের অনুকূলে। তথাপি সিপাহীরা ব্যর্থ হয়েছিল সাফল্য অর্জন করতে। এর পিছনে যথেষ্ট কারন ছিল —

ব্যর্থতার কারন =

প্রথমত, যুদ্ধ বা বিদ্রোহে সাফল্যের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে সিপাহীরা প্রয়োজনীয় অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছিল যখন অবস্থা ছিল তাদের অনুকূলে। এই ত্রুটির জন্য তারা আক্রমনের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করতে পারে নি। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ ও আলোচনার সুযোগ বা ইচ্ছা কোনটাই তেমন

ছিল না। তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে নি। তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে যথেষ্ট অমিল ছিল। নানা সাহেব পেশোয়াতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ চেয়েছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহীদের মধ্যে দক্ষ সেনাপতির অভাব ছিল তাদের এখতার একটি বড় কারণ। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ সিপাহীদের পরাস্ত করতে পারিয়েছিল, পরাস্ত পরিচালনা করতে নয়। ফলে সিপাহীরা হুকুম তামিল করতে দক্ষ ছিল, হুকুম দিতে পারত না। তাই তাদের মধ্যে একজনও হায়দার আলি হয়ে উঠতে পারে নি। অসামরিক যেসব নেতা বিদ্রোহ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সৌভাগ্যবশত তারা ব্রিটিশ সেনাপতি হ্যাভলক, লরেন্স, স্যামথেল প্রমুখের তুলনায় অত্যন্ত নিম্নমানের। ব্রিটিশ সেনাপতিদের সামরিক তৎপরতা বা সৌভাগ্যের সাথে নানাসাহেব বা তাঁতিয়া টোপীর তুলনা চলে না। আর বহাদুর শাহ ছিল অশীতিপর বৃদ্ধ।

তৃতীয়ত, সিপাহীদের হাতে ছিল সাধারণ বন্দুক। সদ্য প্রবর্তিত এনফিল্ড রাইফেল তারা ব্যবহার করেনি। অথচ এই রাইফেল ছিল সাধারণ বন্দুকের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। ব্রিটিশ সৈন্যদের অস্ত্রের অভাব ছিল না। গোলা-বারুদও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। সিপাহীরা যুদ্ধ করেছিল পুরাতন অস্ত্র দিয়ে। রসদের অভাব ছিল যথেষ্ট। এইরকম সীমিত শক্তি নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালানো যায় না। উন্নত যুদ্ধাস্ত্রের মত রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ব্রিটিশ বাহিনীকে সাহায্য করেছিল বিদ্রোহ দমন করতে। হান্টার লিখেছেন, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ হাজার সৈন্যের চেয়ে বেশি মূল্যবান। সিপাহীরা টেলিগ্রাফের গুরুত্ব আদৌ বুঝতে পারে নি। ফলে তাদের অনেক আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়।

চতুর্থত, সিপাহীরা সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর এই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন ছিল। এটা তাড়াতাড়ি না করতে পারার ফলে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে তাদের পরাজয়ে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে অনেক জায়গায় সিপাহীরা লুণ্ঠন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে কিছু কিছু জায়গায় তারা সাধারণ মানুষের সহানুভূতি হারায়।

পঞ্চমত, যুদ্ধ পরিচালনার তত্ত্বের সঙ্গে ভুল রণকৌশল সিপাহীদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল। যেখানে অসংখ্য সীমিত, সেখানে সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে গেরিলা যুদ্ধ অনুসরণ করাই শ্রেয় পদ্ধতি। কিন্তু সিপাহীরা তা করেনি। অনেক ক্ষেত্রে তারা আক্রমণ প্রতিরোধের পথ বেছে নিয়েছিল। এটাই ছিল তাদের মারাত্মক ভুল। শুধু ভুল রণনীতির জন্যই নানাসাহেব কানপুরের যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন। এইচ. টি. প্যামব্রিক লিখেছেন যে, বিদ্রোহীরা ইউরোপীয় রণকৌশল অনুসরণ করত। ফলে ইংরেজরা তাদের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল। সিপাহীরা যুদ্ধকে এড়িয়ে না দিয়ে ভুল করেছিল। তাছাড়া তাদের উচিত ছিল ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে লড়াই করা। সেই সঙ্গে গেরিলা পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার ছিল। কিন্তু বিদ্রোহী নেতারা যখনই গেরিলা পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তখনই ইংরেজ বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও আরও অনেক কারণ মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল। প্রায় সমস্ত সামন্ত রাজারা কোম্পানিকে সমর্থন করেছিল। বুদ্ধিজীবীরা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি, কারণ তাদের মনে হয়েছিল দেশীয় রাজারা এই যুদ্ধ জয়লাভ করলে পুনরায় অন্ধকার যুগের সূচনা হবে। কারণ তারা ব্রিটিশদের আধুনিকতার বাহক বলে মনে করত। সর্বোপরি ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর কাছে দুটি বড় ভয় শিখ ও গুর্খা বাহিনী এই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। বরং তারা বিদ্রোহ দমন করেছিল সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে।